প্রথম আলো

তারিখ ০৪ JUL 2010
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ২

সরকারি মেডিকেলে বিদেশি কোটায় দেশি শিক্ষার্থী

শিশির মোড়ল ও রাহীদ এজাজ ●

মামা থাকলে অনেক কিছু হয়। যেমন হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দেশের কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারেননি তিনি। ভর্তি হয়েছিলেন রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে। কিন্তু বিদেশি কোটার কল্যাণে তিনি এখন দেশের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। ভর্তিসংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি ভর্তি হয়েছেন।

কাগজ বা সনদ পরীক্ষার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু তারা সঠিকভাবে তা করছে না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই শিক্ষার্থী ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশের বড় মণবাজারের একটি বাসার এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি ঠিকানা দেওয়া আছে।

ওই শিক্ষার্থীর ভর্তির ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কাজী দীন মোহাম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিদেশি কোটায় ওই শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে ভর্তির আবেদন করেন।

ভর্তিসংক্রান্ত যে কাগজপত্র *প্রথম আলো* সংগ্রহ করেছে, তাতে দেখা যায়, ওই শিক্ষার্থী ও তাঁর বাবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া কাগজে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য তিনি আবেদন করেননি।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শুধু আবেদন করাই নয়, তিনি বেসরকারি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই ছাত্রী ২০০৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভর্তি হন এবং এ বছরের ৩০ মার্চ কলেজ ছেড়ে চলে যান। এই কলেজের ভর্তি ফি নয় লাখ ৭৫ হাজার টাকা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই শিক্ষার্থী দেড় লাখ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং যাওয়ার সময় সব টাকা তুলে নেন। কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওই শিক্ষার্থী চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর ব্যাপারে নমনীয় ছিল। এ ছাড়া তাঁর মা ওই হাসপাতালের চিকিৎসক।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিদেশি কোটায় দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। নানা ফাঁকফোকর দিয়ে তাঁরা ভর্তি হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিকেল শিক্ষা) খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ বলেন, সার্ক কোটায় ৫৪ এবং অ-সার্কভুক্ত দেশের কোটায় ৪৫টি আসন আছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এ বছর অ-সার্কভুক্ত দেশের কোটায় সবচেয়ে বেশি ২০ জন মালয়েশিয়ার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। এরপর সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ জন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইতালি, ইরান ও প্যালেস্টাইনের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সাঈদ সালাউদ্দিন মাহমুদ বলেন, বিদেশি কোটার আবেদনকারীদের তালিকা তাঁদের হাতে আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। ওই ছাত্রীর কাগজপত্রের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কাগজপত্র যাচাই করার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। একই কথা বলেন খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ।

এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগের পরিচালক এ কে এম শহীদুল করিম বলেন, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভর্তিসংক্রান্ত কাগজপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। পরে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সাধারণত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো সনদ বা কাগজ যাচাই বা পরীক্ষা করে না। কোনো অভিযোগ উঠলে তখন তা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

ভর্তিসংক্রান্ত কাগজে ভুল তথ্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে ছাত্রীর বাবা বলেন, 'যেহেতু আপনাদের কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাগজ আছে, তাই আমার কাছে কিছু জানতে চাওয়া অবান্তর।'